ইত্তেফাক ... 004

তারিখ 04 JUL 1985 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 2 ... কলাম 1 ... ...

দূর শিক্ষণ প্রশিক্ষণ প্রবর্তন

04 JUL 1985

মাধ্যমিক স্কুলের প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব দূর করার উদ্দেশ্যে দূর শিক্ষণ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু হইয়াছে। এই পদ্ধতিতে বি এড কোর্সের মত শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে ক্লাস করার প্রয়োজন হইবে না। শিক্ষার্থী-শিক্ষক-শিক্ষিকারা রেডিও, টেলিভিশন এবং পত্রালাপের মাধ্যমে নিজ গৃহে বসিয়াই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে পারিবেন। এ সম্পর্কিত এক তথ্যে জানা গিয়াছে, এই কোর্স হইবে দুই বছরের এবং ইতিমধ্যে প্রায় ৩ হাজার শিক্ষক ইহাতে ভর্তি হইয়াছেন। তাঁহাদের এই কোর্সের জন্য বিশেষভাবে তৈরী বইপত্র প্রেরণ করা হইয়াছে।

বিলম্বে হইলেও বিএড প্রশিক্ষণের এই নতুন কোর্স প্রবর্তনের জন্য সরকারের শিক্ষা বিভাগ ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। ইহা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না যে, দেশের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী ও যোগ্য শিক্ষকের দারুণ অভাব। এই শতাব্দীর তরুণদের জ্ঞানস্পৃহা পূরণের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি যাহা একজন আদর্শ শিক্ষকের প্রয়োজন তাহাদের জন্য কেবল যে উহারই ঘাটতি রহিয়াছে তাহাই নয়। প্রশিক্ষণের ব্যাপারটি একটি টেকনিক্যাল ব্যাপার। ইহা প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে অর্জন করিতে হয়, উহারও একান্ত অভাব রহিয়াছে তাহাদের। ফলে, একশ্রেণীর শিক্ষক একদিকে যেমন দায়িত্বে ব্যর্থতার পরিচয় প্রদর্শন করিতেছেন, অন্যদিকে তেমনি প্রত্যাশিত শিক্ষা ও জ্ঞানবঞ্চিত তরুণ ছাত্ররা অস্থির, চঞ্চল ও বিপথগামী হইয়া পড়িতেছে। বাংলাদেশের শিক্ষায়তনে যে সীমাহীন অরাজকতা ও অস্থিরতা বিদ্যমান তাহার অন্যতম কারণ ইহাই। তবে দূর শিক্ষণ পদ্ধতি চালু করার পশ্চাতে রহিয়াছে অন্য আরও কারণ। এখন সরকারী স্কুলতো বটেই, বেসরকারী স্কুলও সরকার হইতে বড় রকমের শিক্ষক-ভাতা পায়। এই প্রাপ্তির প্রধান শর্ত হইতেছে শিক্ষককে অবশ্যই ন্যূনতমপক্ষে বিএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হইতে হইবে। এই প্রশিক্ষণের অভাবে কোন কোন শিক্ষকই যে কেবল সেই অর্থ হইতে বঞ্চিত হন তাহাই নয়, ইহাতে ছাত্র-ছাত্রীরাও উপযুক্ত শিক্ষা হইতে হয় বঞ্চিত। আশা করা চলে, এই পদ্ধতিতে সরকার, ছাত্র ও শিক্ষক তিন পক্ষই উপকৃত হইবে। ইহাতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যয় দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস পাইবে এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে ভর্তির সমস্যা হ্রাস পাওয়া ছাড়াও দ্রুত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। পক্ষান্তরে স্কুলের কোন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইলে তাঁহার প্রশিক্ষণ গ্রহণের সময়কালে স্কুল বা ছাত্র যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ইহাতে তাহা রোধ করা সম্ভব হইবে। তাছাড়া প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অনেক শিক্ষকের পক্ষে পারিবারিক ও আর্থিক কারণে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে ভর্তি হইয়া প্রশিক্ষণ নেওয়া সম্ভব হয় না। এই শ্রেণীর শিক্ষক এখন বাড়ীতে বসিয়া অনায়াসে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও ডিগ্রি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

এই কোর্সটি আমাদের দেশে নূতন সন্দেহ নাই। তবে উন্নত-আধা-উন্নত প্রায় সকল দেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সই শুধু নয়, এই পদ্ধতির মাধ্যমে স্কুল-কলেজেরও বিভিন্ন শিক্ষা কোর্স চালু আছে। সুতরাং এদেশেও ক্রমান্বয়ে স্কুল-কলেজসহ উচ্চ পর্যায়েও এই দূর প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা সম্ভব বলিয়া আমরা মনে করি। কোন কোন দেশে পত্রালাপের মাধ্যমে আন্তঃদেশীয়-মহাদেশীয় পর্যায়েও বিভিন্ন কোর্স চালু আছে। আমাদের দেশের রেডিও এবং টেলিভিশন ইতিমধ্যে বহুল ব্যবহৃত প্রচার মাধ্যম হিসাবে গণ্য হইয়াছে। তাই পত্রালাপ ছাড়াও এই দুইটি প্রচার মাধ্যম এই দূর শিক্ষণ প্রশিক্ষণ কোর্সের সফল বাস্তবায়নে সহায়ক হইবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।